কালের কণ্ঠ

তারিখ 02 OCT 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

শিক্ষকরা আন্দোলনে পড়ালেখায় অচলাবস্থা

শরীফুল আলম সুমন ▷

ঈদের পর একে একে খুলছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু ঈদের আগের মতোই এখনো ক্লাস-পরীক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে শিক্ষার্থীরা। কারণ দাবি আদায়ে আন্দোলনরত শিক্ষকরা এখনো অনড়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পদমর্যাদার বৈষম্য দূরীকরণ, কলেজশিক্ষকদের সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল পুনর্বহাল, প্রাথমিক শিক্ষকদের ঘোষিত পদমর্যাদার বাস্তবায়ন, পদোন্নতি ও স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোসহ নানা দাবিতে আন্দোলনের মাঠে রয়েছেন সর্বস্তরের শিক্ষকরা। আগামী সপ্তাহ থেকেই কর্মসূচি আরো কঠোর হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। অথচ চলতি মাস থেকেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা। আগামী ৯ অক্টোবর ভর্তি কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর ২২ নভেম্বর থেকে শুরু হবে প্রায় ৩০ লাখ খুদে শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মবিরতির কারণে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকরা পরীক্ষা বর্জনেরও হুমকি দিয়ে রেখেছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ও প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি

▶▶ পৃষ্ঠা ৪ ক. ৭

শিক্ষকরা আন্দোলনে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। একাধিক শিক্ষক নেতা বলেছেন, 'সরকারের সঙ্গে আমাদের ভাসা ভাসা আলোচনা হয়েছে। এখন পর্যন্ত শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ই আমাদের দাবিসমূহ ঠিকমতো স্বীকার করে নেয়নি; তাহলে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কিভাবে আমাদের মূল্যায়ন করবে? তাই সুনির্দিষ্ট আশ্বাস ছাড়া আমরা আন্দোলন থেকে সরে যাব না। একই সঙ্গে আলোচনাও চালিয়ে যাব। সামনের সময়ে এই আন্দোলন আরো কঠোর হবে।'

এদিকে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সমন্বয় সভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস-পরীক্ষাসহ সব ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দাবি বিবেচনার জন্য সরকার ইতিমধ্যে 'বেতন বৈষম্য দূরীকরণ-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' গঠন করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও শিক্ষকদের স্বার্থ দেখছে। তাই শিক্ষকদের অসন্তোষ বা উত্তেজনা থাকার কোনো কারণ নেই। শিক্ষকরা বলছেন কাজ করবেন না, ক্লাস-পরীক্ষা নেবেন না—এটা যুক্তিযুক্ত হবে না। তাঁরা নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন, ভর্তি পরীক্ষা চালিয়ে যাবেন—এটাই আমার অনুরোধ।"

কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর এই অনুরোধে আন্দোলন থেকে সরে যাবেন না বলে জানিয়েছেন একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেতা। তাঁরা সুনির্দিষ্ট আশ্বাস চান, নইলে বিঘ্নিত হতে পারে ভর্তি পরীক্ষাও। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সহসভাপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক খবির উদ্দিন গত রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরাও চাই না শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হোক। কিন্তু আমাদের যদি অস্তিত্বের প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় তখন আমাদের সেই আন্দোলনে ছাত্ররাও থাকবে। ঈদের আগে আমরা শিক্ষামন্ত্রীকে স্পষ্ট করে বলেছি, আমাদের কাছে স্পষ্ট কোনো ম্যাসেজ আসতে হবে নইলে ভর্তি পরীক্ষা বিঘ্নিত হবে। কিন্তু ঈদের পরও তা না পেলে আমাদের শক্ত কর্মসূচিতেই যেতে হবে। আগামী ৩ থেকে ৫ অক্টোবরের মধ্যেই সব বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে। আর ৫ বা ৬ অক্টোবরের মধ্যেই আমরা সভা করে নতুন কর্মসূচির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।'

আন্দোলনে পিছিয়ে নেই সরকারি কলেজের শিক্ষকরাও। ইতিমধ্যেই আগামী ৭ অক্টোবর কলেজের সামনে মানববন্ধন ও সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়, ১৩ ও ১৪ অক্টোবর কলেজ বর্জন এবং ১৮ অক্টোবর শিক্ষাভবনে অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি।

জানতে চাইলে সমিতির মহাসচিব আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা গত বুধবার শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমাদের দাবিগুলো পেশ করেছি। আমরা আলাদা পে স্কেল চাই না। বর্তমান বেতন কাঠামোতেই আমাদের বেতনবৈষম্যের সমাধান চাই। মন্ত্রী আমাদের বলেছেন, তিনি দেখবেন। কিন্তু আমরা সুনির্দিষ্ট আশ্বাস চাই। সেটা পেলে আমরা সময় দেব। কিন্তু এর কোনো লক্ষণ দেখছি না। তাই আমরা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনও চালিয়ে যাব। তবে আমাদের ক্লাস বর্জন কর্মসূচিতে পরীক্ষা আওতামুক্ত থাকবে। আরো কিছুদিন দেখব। এরপর কর্মসূচি আরো কঠোর হবে। আগামী ১৮ অক্টোবর পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।'

তবে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় রয়েছে প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা। গত মঙ্গলবার খুলছে সরকারি স্কুলগুলো। অথচ এক দিন যেতে না যেতেই গতকাল পালিত হলো শিক্ষকদের কর্মবিরতি। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক ডজনেরও বেশি সংগঠন সবাই আলাদাভাবে কঠিন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। ফলে প্রতিদিনই ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। অথচ আগামী ২২ নভেম্বর থেকে শুরু হবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। এই সময়ে নিয়মিত ক্লাস হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের কর্মবিরতিতে এক রকম অচল প্রাথমিক বিদ্যালয়। তবে এ নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তেমন কোনো কথা বলছে না। শুধু গত ২১ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সমিতির নেতাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বসেছিলেন মহাপরিচালক। কিন্তু তেমন একটা অগ্রগতি হয়নি।

এসব বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবিগুলো আমি মন্ত্রণালয়ে পৌঁছে দিয়েছি। এর পরের দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের। আর এমন দাবিও রয়েছে যা সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার মনে হয়, যেটা মানার মতো তা মন্ত্রণালয় মানবে। তাই বাচ্চাদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটিয়ে কোনো কর্মসূচি পালন না করতে আমি শিক্ষকদের অনুরোধ করেছি।'

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড মর্যাদা বাস্তবায়ন, নতুন বেতন স্কেলে সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল প্রধান শিক্ষকের বেতন স্কেলের একধাপ নিচে নির্ধারণ, প্রধান শিক্ষক পদে সরাসরি নিয়োগ বন্ধ করে সহকারী শিক্ষক পদকে এন্ট্রি পদ ধরে মহাপরিচালক পর্যন্ত পদোন্নতি, টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড পুনর্বহাল, স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো গঠন অন্যতম।

ঈদের আগে থেকেই প্রতি বৃহস্পতিবার অর্ধদিবস ও প্রতি শনিবার পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করছে বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ঐক্যজোট। বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজ, জাতীয় প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ফাউন্ডেশন ও প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ফ্রন্ট নিয়ে এই জোট গঠন করা হয়েছে। এই জোটের মুখপাত্র মোহাম্মদ শামছুদ্দীন গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের দাবিসমূহ অত্যন্ত যৌক্তিক। সহকারী শিক্ষকরা দিন দিন বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। আগে প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে সহকারী শিক্ষকদের বেতনবৈষম্য খুবই সামান্য থাকলেও এখন তা আড়াই হাজারের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পদোন্নতিও বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এরপর নতুন বেতন স্কেলে সিলেকশন গ্রেড-টাইম স্কেল বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে আমরা আরো পিছিয়ে পড়ব। আমাদের দাবি নিয়ে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বসলেও এরপর আর কোনো আলোচনা হয়নি। সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না পেলে আমরা কর্মসূচি চালিয়ে যাব। দাবি পূরণ না হলে সমাপনী পরীক্ষা বর্জনেরও চিন্তাভাবনা রয়েছে আমাদের।'

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ফেডারেশন ৪ থেকে ৬ অক্টোবর চার ঘণ্টার কর্মবিরতি এবং ১৪ অক্টোবর পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করবে। এরপর ১৫ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতীকী অনশন পালন করবে তারা।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদায় বেতন না পাওয়ার প্রতিবাদ এবং সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল পুনর্বহাল রাখাসহ বেশ কয়েকটি দাবিতে আগামী ৬ অক্টোবর থেকে লাগাতার কর্মবিরতিতে যাওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতি। এর আগে ৩ থেকে ৫ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করা হবে। এ ছাড়া গতকাল থেকেই শিক্ষকদের বসার চেয়ার কালো কাপড়ে ঢেকে 'চেয়ার বর্জন' কর্মসূচিও পালন করছে তারা, যা চলবে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত।

এ ছাড়া বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিও আগামী ৯ অক্টোবর তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক শেষে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলে জানিয়েছেন সমিতির সহসভাপতি জুলফিকার আলী।

চট্টগ্রাম থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদা বাস্তবায়নসহ পাঁচ দফা দাবিতে চট্টগ্রামেও গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে চেয়ার বর্জন কর্মসূচি পালন শুরু করেছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা। কর্মসূচি চলাকালে প্রতিবাদস্বরূপ শিক্ষকরা তাঁদের চেয়ার কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখেন এবং ক্লাস নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান।

কর্মসূচি পালনের কথা জানিয়ে হাটহাজারীর ফতেয়াবাদ রামকৃষ্ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রিংকু দাশ বলেন, 'আজ (বৃহস্পতিবার) থেকে আমরা চেয়ার বর্জন করে কর্মসূচি শুরু করেছি। আমাদের দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। চেয়ার বর্জনের পাশাপাশি পাঠদান থেকেও আমরা বিরত রয়েছি।'